দ্বি-বার্ষিক প্রতিবেদন

(২০১১-১২ ও ২০১২-১৩)

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

www.msw.gov.bd

প্রকাশনা
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
ভবন-৬, ৪র্থ তলা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

কম্পোজ
মরিয়ম বেগম, এ কে ব্রোহী মিয়া,
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

সম্পাদনা
মোঃ হোসেন মোল্লা, যুগ্মসচিব (প্রশাসন)
সুশেণ চন্দ্র রায়, যুগ্মসচিব
এম এম সুলতান মাহমুদ, যুগ্মসচিব
নুরুল কবির সিদ্দিকী, যুগ্মসচিব
কাজী মোঃ আনোয়ারুল হাকিম, উপসচিব (প্রশাসন-২)
নিরঞ্জন দেবনাথ, উপসচিব (কর্মসূচি-২ অধিশাখা)
নাহিদ সুলতানা মল্লিক সিঃ সহকারী সচিব (প্রশাসন-৩)

প্রচ্ছদ ও ডিজাইন
মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম, সমাজসেবা অফিসার (সংযুক্ত)
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা

মুদ্রণ
বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা

প্রকাশকাল
কার্তিক ১৪২০, অক্টোবর ২০১৩

বিস্তারিত তথ্যে জন্য যোগাযোগ
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
ভবন-৬, ৪র্থ তলা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
ফোন: ৯৫৪০৪৫২, ফ্যাক্স: ৯৫৭৬৬৮৫
www.msw.gov.bd

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বংলাদেশ সরকার

এনামূল হক মোস্তফা শহীদ
মন্ত্রী

বাণী

পূর্ববর্তী বছরসমূহের ধারাবাহিকতায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে দ্বি-বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় তার নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তরসমূহের মাধ্যমে বিগত ২০১১-'১২ ও ২০১২-'১৩ অর্থ বছরে দেশব্যাপী প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র, অনগ্রসর ও শারীরিক-মানসিকভাবে অসমর্থ অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে যে সেবা প্রদান করে আসছে এ প্রতিবেদনে তার সার্বিক চিত্র ফুটে উঠবে বলে আমার বিশ্বাস।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় তার অধিনস্থ দপ্তর ও সংস্থাসমূহের মাধ্যমে যে সকল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে তার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা, অচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি, পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম, পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম, হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম, এসিড দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুর্নবাসন কার্যক্রম, নিবন্ধীত বেসরকারি সংস্থা ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি, এতিমদের জন্য ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট কার্যক্রম ইত্যাদি। এসব কর্মসূচি জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্র দূরীকরণ এবং শিক্ষা ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১১-'১২ অর্থ বছরে ২৪ টি এবং ২০১২-'১৩ অর্থ বছরে ২৩টি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। বেসরকারি প্রচেষ্টায় আর্থ-সামাজিক খাতে গৃহীত প্রকল্পে সীমিত সরকারি সাহায্যের আওতায় বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহে এ মন্ত্রণালয় অর্থসাহায্য দিয়ে আসছে। ইব্রাহিম ডায়াবেটিক হাসপাতালের ভবন নির্মাণ, হার্ট ফাউণ্ডেশনের উন্নয়ন, ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতালে অর্থায়ন, আহসানিয়া ক্যান্সার হাসপাতালের উন্নয়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। ঢাকার বাইরে বেশ কয়েকটি বিশেষায়িত হাসপাতাল ও ডায়াবেটিক সেন্টারে অর্থ প্রদান করা হয়েছে, বর্তমান অর্থ বছরেও তা অব্যাহত রয়েছে। প্রায় ২১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৫০ শয্যার শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল বিশেষায়িত হাসপাতাল এন্ড নার্সিং কলেজ এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া অটিস্টিক শিশু, ভিক্ষুক, হিজড়া সম্প্রদায়, মুচি, বেদে ও দলিত সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন ও পূর্নবাসনের জন্যও ইতোমধ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। চা বাগানের শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন ও খাদ্য সহায়তা প্রদান করে তাদেরকে স্বাভাবিক জীবন পরিচালনার লক্ষ্যে 'সাপোর্ট সার্ভিস ফর দি ভালনারেবল গ্রুপ (এসএসভিজি)' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে তা 'ক্যান্সার, কিডনী ও লিভার সিরোসিস রোগীর আর্থিক সহায়তা এবং চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি' নামে চলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে বর্তমান বছর থেকে অন্যান্য সুবিধার পাশাপাশি ক্যান্সার, কিডনী ও লিভার সিরোসিস আক্রান্ত রোগীদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

দেশের যে-কোন নাগরিক যেন এ মন্ত্রণালয় এবং অধীভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের সফলতা, সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে পারেন সে লক্ষ্যে সামনে রেখেই দ্বি-বার্ষিক প্রতিবেদনে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বি-বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় ও তার অধীনস্থ অধিদপ্তর এবং অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

এনামূল হক মোস্তফা শহীদ এম পি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বংলাদেশ সরকার

প্রফেসর ডাঃ সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ
এবং
সমাজকল্যাণ বিষয়ক উপদেষ্টা

বাণী

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে ২০১১-২০১২ এবং ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের দ্বি-বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। দেশের জনসাধারণের কল্যাণমুখী সেবা নিশ্চিত করা সরকারের একটি সাংবিধানিক দায়িত্ব। বর্তমান সরকার ২০০৮ সালে তার নির্বাচনী মেনিফেস্টোতেও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সম্প্রসারণ, জনগণের ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করণসহ বিভিন্ন বিষয় গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেছে। সেই লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও অটিস্টিক শিশু, ভিক্ষুক, হিজড়া, মুচি, বেদে ও দলিত সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন ও পূর্নবাসনের জন্যও ইতোমধ্যে বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত ৫(পাঁচ) বছরে সমাজের বিভিন্ন স্তরের হতদরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত, প্রতিবন্ধী মানুষের পক্ষে সরাসরি কাজ করার অভিজ্ঞতা আমার জন্য অনন্য সাধারণ সুযোগ বলে মনে করি।

বর্তমান সরকারের পূর্ববর্তী ৩(তিন) বছরের অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় পরবর্তী ২(দুই) বছরের অর্জিত সাফল্য এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। এই প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্তদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

প্রফেসর ডাঃ সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বংলাদেশ সরকার

প্রমোদ মানকিন, এমপি
প্রতিমন্ত্রী

বাণী

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ বছরের দ্বি-বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

সমাজের দরিদ্র, অধিকার বঞ্চিত ও শারীরিক-মানসিকভাবে অসমর্থ জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় এনে উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় সহগামী করার কাজটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় তার অধীনস্থ সমাজসেবা অধিদপ্তর, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ ও শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাষ্টের মাধ্যমে করে যাচ্ছে। এই সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা, অচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি, পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম, পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম, হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম, এসিড দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুর্নবাসন কার্যক্রম, নিবন্ধীত বেসরকারি সংস্থা ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি, এতিমদের জন্য ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রথমবারের মত সমতল ভূমির ২০ (বিশ) লক্ষ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ২ (দুই) কোটি টাকা বিশেষ অনুদান হিসেবে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি এসব কর্মসূচি জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্র দূরীকরণ এবং শিক্ষা ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বার্ষিক প্রতিবেদনের নিয়মিত এ প্রকাশনা আগামীতেও চালু থাকবে বলে আমি আশা করি।

প্রমোদ মানকিন, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সুরাইয়া বেগম এনডিসি
সচিব

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের সংবিধানে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সমঅধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও এর চারটি সংস্থা সমাজসেবা অধিদফতর, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশন, জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ ও শেখ জায়েদ বিন সুলতান-আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট সমাজের দরিদ্র, পশ্চাৎপদ নারী-পুরুষের সমসুযোগ, ক্ষমতায়ণ ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে আসছে।

সমাজের অতিদরিদ্র, অবহেলিত, পশ্চাৎপদ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, পিতৃমাতৃহীন অনাথ শিশু ও দুঃস্থদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে এবং দেশের অনগ্রসর সুবিধাবঞ্চিত মানুষের দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, কারিগরী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন, বিশেষায়িত স্বাস্থ্য সেবা এবং দরিদ্র অসহায় পথশিশু ও এতিম শিশুদের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে মৌলিক ও মানবিক অধিকার সংরক্ষণে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনীর আওতায় নিয়মিতভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আইন প্রণয়ন, ৬৪ জেলায় ৬৮ প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে বিনামূল্যে থেরাপী সেবা প্রদান, বিভিন্ন জেলায় ডায়াবেটিক ও বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ, মহিলাদের উন্নয়নে মহিলা সমিতি কমপ্লেক্স নির্মাণ, প্রতিবন্ধী ও অটিষ্টিক শিশুদের জন্য প্রয়াসসহ অন্যান্য প্রকল্প ও কর্মসূচি এবং বিদেশী সাহায্য সংস্থার আর্থিক সহায়তায় বিভিন্ন প্রকল্পসমূহ এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া দরিদ্র, দুঃস্থ, পশ্চাৎপদ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন কার্যক্রমে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থা/ব্যক্তিকে সরাসরি সম্পৃক্ত করে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও পারিবারিক অবস্থান দৃঢ়তর করা সম্ভব হয়েছে।

২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকান্ডের বিস্তারিত বিবরণ এ প্রতিবেদনে রয়েছে। এ প্রতিবেদন থেকে আর্তমানবতার সেবায় ও জাতীয় উন্নয়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ সম্বন্ধে একটি ধারণা পাওয়া যাবে। এই প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রতিফলন যেমন ঘটেছে তেমনি ভবিষ্যতে এর মাধ্যমে কাজের ধারাবাহিকতা, সমন্বয় ও গতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

এ প্রতিবেদনের প্রস্তুতিকর্মে আমার সকল সহকর্মী যারা তথ্য প্রদান করে সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। অধিদফতর, ফাউণ্ডেশন ও সহযোগী সংস্থাসমূহকে নিয়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বৃহত্তর পরিবার এ কার্যক্রমকে কর্মপ্রেরণার উৎস হিসেবে গ্রহণ করবে বলে আমি মনে করি।

সুরাইয়া বেগম এনডিসি

সূচিপত্র

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
বাণী, মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	i
বাণী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	ii
বাণী, প্রতিমন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	iii
মুখবন্ধ, সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	v
সারমর্ম	xi
প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা	
পটভূমি	১
মন্ত্রণালয়ের ওপর অর্পিত দায়িত্বাবলি	৩
প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	৪
অর্গানোগ্রাম	৪
জনবল	৫
অনুবিভাগ প্রধান ও তার কার্যাবলি (যুগ্মসচিব-প্রশাসন/উন্নয়ন)	৬
নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তর/সংস্থা	১০
দ্বিতীয় অধ্যায়: ২০১১-১২, ২০১২-১৩ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	
নতুন নিয়োগ সংক্রান্ত	১৩
আইটি সংক্রান্ত	১৩
আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন সংক্রান্ত	১৩
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশনকে অধিদপ্তরে রূপান্তর	১৪
অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	১৫
বাজেট : ২০১১-১২, ২০১২-১৩	১৮
উন্নয়ন প্রকল্প : ২০১১-১২, ২০১২-১৩	১৯
উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি : ২০১১-১২, ২০১২-১৩	২৮
সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প: ২০১১-১২, ২০১২-১৩	৩২
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি : ২০১১-১২, ২০১২-১৩	৩৩

তৃতীয় অধ্যায়: সমাজসেবা অধিদফতর ২০১১-১২	
ভূমিকা	৩৭
সাংগঠনিক কাঠামো	৩৭
সমাজসেবা অধিদফতরের কার্যক্রমের উদ্দেশ্য	৩৮
বাজেট	৩৮
অধিশাখা ভিত্তিক কার্যক্রম	৩৯
কার্যক্রম অধিশাখার কার্যক্রম	৪২
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	৫৩
প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম	৫৫
অন্যান্য কর্মসূচি	৬১
উন্নয়ন প্রকল্প	৬২
সমাজসেবা অধিদফতর ২০১২-১৩	৬৪
বাজেট ও উন্নয়ন প্রকল্প	৬৪
সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি	৬৪
তথ্য প্রযুক্তি ও ই-সেবা কার্যক্রম	৬৫
অডিট কার্যক্রম	৬৬
বিভাগীয় মামলা	৬৬
দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি	৬৬
সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম	৭১
হাসপাতাল চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম	৭৩
প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার সার্ভিস	৭৪
স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম	৭৫
অন্যান্য কর্মসূচি	৭৫
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	৮৩
প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম	৮৫
সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ কার্যক্রম	৮৭
প্রতিবন্ধী বিষয়ক কার্যক্রম	৮৯
বেসরকারি এতিমখানা	৯১

চতুর্থ অধ্যায়: জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশন	
পরিচিতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৯৫
গৃহীত কার্যক্রম	৯৫
অধিদপ্তর গঠন সংক্রান্ত	১০২
কর্মকর্তাগণের নাম, পদবি, টেলিফোন ও ই-মেইল ঠিকানা	১০২
পঞ্চম অধ্যায়: বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ	
ভূমিকা	১০৫
লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি	১০৫
পরিষদ ও নির্বাহী কমিটি	১০৬
জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের গঠন ও কার্যাবলি	১০৮
উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের গঠন ও কার্যাবলি	১০৯
বাজেট ও ব্যয় :	১১০
সম্পাদিত কার্যাবলি :	১১১
অনুদান বিতরণ কার্যাবলি : ২০১১-১২ও ২০১২-১৩	১১১
বিশেষ অনুদান কার্যক্রম	১১৩
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	১১৩
ষষ্ঠ অধ্যায় : আল-নাহিয়ান ট্রাষ্ট	
সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১১৭
ব্যবস্থাপনা	১১৮
আয় বিবরণী	১১৯
ট্রাষ্টের কার্যক্রম	১১৯
শিশু পরিবার পরিচিতি	১২০
আল-নাহিয়ান শিশু পরিবারে ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট	১২২
কর্মকর্তাগণের নাম, পদবি, টেলিফোন ও ই-মেইল ঠিকানা	১২৩
পরিশিষ্ট-ক	১২৭

সারমর্ম

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের দুঃস্থ, দরিদ্র, অবহেলিত, অনগ্রসর, সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত ও সমস্যাগ্রস্থ পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদানেরমাধ্যমে মানব সম্পদে পরিণত করে আসছে। দারিদ্র্যবিমোচন, সামাজিক নিরাপত্তা ও পারিবারিক উন্নয়ন সাধনসহ বিভিন্নমুখী কর্মসূচি পরিচালনা করে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠির উন্নয়ন ও কল্যাণে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজসেবা অধিদফতর, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ ও শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাষ্ট (বাংলাদেশ); জাতীয় নীতি, আইন ও অধ্যাদেশ, বিধিমালা ও জাতীয় পরিকল্পনা অনুসরণপূর্বক সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা অর্জণে কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রতিবেদনে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিগত ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ বছরের অর্জিত বিভিন্ন সাফল্য এবং কার্যক্রমের বিবরণী তুলে ধরা হয়েছে।

প্রতিবেদনকালীন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে সমাজসেবা অধিদফতরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংশোধিত নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদফতরের সদর কার্যালয় ১০ তলা ভবন নির্মান কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। শিশু আইন-২০১১, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১১ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে; যা পরবর্তীতে যথাক্রমে ১৬ জুন ২০১৩ এবং ৩ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। বিবেচ্য সময়ে নিউরো ডেভলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইনের খসড়া প্রণয়ন করা হয়। যা বর্তমানে বিল আকারে মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১১, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১১, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাতা প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১১, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১১, এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১০, পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১০, ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট বরাদ্দের নীতিমালা ২০০৯, প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা ২০০৯, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র পরিচালনা নীতিমালা ২০১১ প্রণয়ন ও সংশোধন করা হয়েছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তরসমূহে ডিজিটাল ফাইল নম্বর প্রদান করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বয়স্কভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তির ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পর্যন্ত উপকারভোগীদের ডাটাবেইজ প্রণয়নের কাজ চলছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে এটুআই প্রজেক্ট এর আওতায় বর্ণিত কর্মসূচিসমূহসহ সমাজসেবা অধিদফতর পরিচালিত অন্যান্য সকল কর্মসূচির তথ্য ডিজিটাইজকরণ এবং ই-গভর্নেন্স চালুর লক্ষ্যে সফ্টওয়ার প্রণয়নের কাজ চলছে। ভাতাভোগীদের প্রত্যেকের নিজস্ব ব্যাংক হিসেবে ভাতার অর্থ প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন উল্লেখযোগ্য কর্মসূচির মধ্যে বয়স্ক ভাতার আওতায় মাথাপিছু মাসিক ভাতা ৩০০ টাকা হারে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে উপকারভোগীর সংখ্যা ২৪.৭৫ লক্ষ জন। এছাড়াও এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি, সরকারি শিশু পরিবার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদান ইত্যাদিসহ ১২টি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। প্রতিবেদনাধীন সময়ে ২০১৩-১৪

অর্থ বছরে প্রতিটি ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে ভাতাভোগীর সংখ্যা ১০% বৃদ্ধিসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাথাপিছু ভাতা ৩০০ টাকা হতে ৩৫০ টাকায় উন্নীত করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। গত অর্থ বছর (২০১২-১৩) থেকে বর্তমান অর্থ বছরে (২০১৩-১৪) ভাতা বৃদ্ধির পরিমাণ ১৫২.২৯ কোটি টাকা।

২০১১-১২ অর্থ বছরে এ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্পের সংখ্যা ছিল ২৪টি। এর মধ্যে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা ৪টি। উক্ত ২৪টি প্রকল্পের বিপরীতে ১৬৫.১১ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। প্রকল্পসমূহের বাস্তব অগ্রগতি ৯৮%। সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের সংখ্যা ৬টি। অন্যদিকে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে এ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্পের সংখ্যা ছিল ২৩টি। এর মধ্যে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা ৩টি। উক্ত ২৩টি প্রকল্পের বিপরীতে ১৯৮.৭ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

দেশের অগণন প্রতিবন্ধী মানুষের জীবনমান উন্নয়ন করে তাদের মূলধারায় সম্পৃক্তির লক্ষ্যে ১৯৯৯ সনে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের জন্য শুরু থেকেই বিভিন্নমূখী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। এর মধ্যে রয়েছে কর্মজীবি প্রতিবন্ধী হোষ্টেল কার্যক্রম, বিশেষ শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক কার্যক্রম, অটিজম রিসোর্স সেন্টার, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স, প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্স, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র কর্মসূচী ও ভ্রাম্যমাণ থেরাপী কর্মসূচী বাস্তবায়ন।

ইতোমধ্যে দেশের ৬৪টি জেলায় ৬৮টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এ সেবা উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হবে। এসব কেন্দ্রের মাধ্যমে ইতোমধ্যে প্রায় ১,২৫,০০০ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, হিয়ারিং টেস্ট, ভিজুয়্যাল টেস্ট, কাউন্সেলিং, প্রশিক্ষণ, সহায়ক উপকরণ ইত্যাদি প্রদান করা হয়েছে এবং এসব প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাঝে বিনামূল্যে সহায়ক উপকরণ হিসেবে কৃত্রিম অংগ, হুইল চেয়ার, ট্রাইসাইকেল, ক্র্যাচ, স্ট্যান্ডিং ফ্রেম, ওয়াকিং ফ্রেম, সাদাছড়ি, এলবো ক্র্যাচ ইত্যাদি এবং আয়বর্ধক উপকরণ হিসেবে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে। কর্মসূচির উক্ত কার্যক্রম যথারীতি অব্যাহত আছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০২ এপ্রিল ২০১৩ তারিখ ষষ্ঠ বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উদযাপনের অনুষ্ঠানমালায় জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশনকে একটি পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তরে রূপান্তর করার সদয় ঘোষণা প্রদান করেছেন। জনপ্রশাসন ও অর্থ বিভাগ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশনকে অধিদপ্তরে রূপান্তর করার নিমিত্ত সম্মতি প্রদান করেছে।

সারা দেশে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নিবন্ধীকৃত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠনের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৫৭ হাজারেরও বেশী। সরকারের পাশাপাশি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এসব সংগঠন গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠানের উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং কার্যক্রমে সক্রিয়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ প্রতিবছর কিছু স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে তাদের আবেদনের ভিত্তিতে 'অনুদান বন্টন নীতিমালা' অনুযায়ী আর্থিক অনুদান প্রদান করে থাকে।

প্রতিবেদনকালীন বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ ৪১৯টি উপজেলার নবগঠিত রোগীকল্যাণ সমিতিতে অনুদান প্রদান শুরু করেছে। ইতোপূর্বের ৯০টিসহ বর্তমানে অনুদান প্রাপ্ত মোট রোগী কল্যাণ সমিতির সংখ্যা ৫০৯টি। এসকল রোগী কল্যাণ সমিতির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে আগত দুঃস্থ, দরিদ্র, অসহায় রোগীদের বিভিন্ন ধরণের আর্থিক ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়। নিবন্ধনপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান (যেমন জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান, শহর সমাজ উন্নয়ন

প্রকল্প পরিষদ, রোগীকল্যাণ সমিতি, অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতি, সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, পরিষদ, জেলা ও উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ) ও বিভিন্ন দরিদ্র জনগোষ্ঠী'র (যেমন আদিবাসী, বস্তিবাসী, চা বাগান শ্রমিকসহ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী) আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং অন্যান্য বিশেষ অনুদান) হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে ২৯.৯৯ (উনত্রিশ) কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের 'সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত সংগঠনের ব্যবস্থাপনা ও কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন' শীর্ষক ৫০টি কোর্সের মাধ্যমে ১৩৭৭ ব্যক্তিকে প্রশিক্ষিত সমাজকর্মী হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে।

শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত ঢাকা'র মিরপুরে অবস্থিত আল-নাহিয়ান শিশু পরিবারে ২০০ জন এবং লালমনিরহাট আল-নাহিয়ান শিশু পরিবারে ২০০ জন মোট ৪০০ জন এতিম ও অনাথ শিশুকে প্রতিপালন করা হচ্ছে।

এছাড়াও ভিক্ষাবৃত্তি নির্মূলের লক্ষ্যে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠির পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান, অতিদরিদ্রদের উন্নয়নের লক্ষ্যে সাপোর্ট সার্ভিস প্রোগ্রাম ফর ভালনারেবল গ্রুপ প্রকল্প, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঠিক পরিসংখ্যান জানার জন্য প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপ কার্যক্রম, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ওয়ান স্টপ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রমোশন অব সার্ভিসেস এন্ড অপরচুনিটি টু দ্যা ডিজএবল্ড ইন বাংলাদেশ প্রকল্পসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।